দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ২

খুলনা ভার্সিটিতে কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ শিক্ষকদের দাবির মুখে কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত যাচাই-বাছাই কমিটি কাজ করতে না পারায় মঙ্গলবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। নিয়োগের জন্য বোর্ডের সামনে হাজির হতে আসা যুবকরা উত্তেজিত হয়ে রেজিস্ট্রার অফিসের দরজা-জানালায় লাথি, লাঠি পেটাসহ হৈহট্টগোল ও চেঁচামেচি করে। এ সময় সেখানকার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বেলা ২টার দিকে 'নির্বাচনী পরীক্ষা আপাতত স্থগিত করা হলো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, তথাকথিত, রাজনীতিবিহীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কল্যাণ সমিতি নামে একটি সংগঠন রয়েছেন। এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৬ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে চার দফা দাবিনামা ঘোষণা এবং এর স্বপক্ষে কর্মবিরতিসহ নানা ধরনের কর্মসূচী পালন করেন। তাঁদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষকদের উচ্চপদে নিয়োগের নীতিমালা; পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষকদের পারিতোষিক বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বোর্ড সংশোধন, চলমান নিয়োগ বোর্ড পুনর্গঠন ও প্রক্রিয়াধীন কর্মচারী নিয়োগদান বন্ধ রাখা। শিক্ষকদের এ দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে, কিন্তু সমঝোতা হয়নি। শিক্ষকরা কর্মচারী নিয়োগ বোর্ডের সভাপতিসহ ৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়নের দাবি করায় এই আলোচনাটি ব্যর্থ হয়। তখন থেকে শিক্ষকরা নিয়োগ বোর্ডের কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে বাধা দিয়ে আসছিলেন। পাশাপাশি নিয়োগ বোর্ডের একজন শিক্ষক প্রতিনিধি এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকেন। মঙ্গলবার নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য ৩শ' ৫০ চাকরিপ্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে সমবেত হন। কিন্তু বোর্ডের কর্মকর্তারা তাঁদের দায়িত্ব পালনে অপারগতা জানান। পরীক্ষা হবে কিনা এ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ঘোষণা না থাকায় অপেক্ষমাণ চাকরিপ্রার্থীরা উত্তেজিত হয়ে রেজিস্ট্রার অফিস ভাঙচুরে উদ্যত হয়।